সমকাল

5 MAY 2017

যে কারণে কুমিল্লা বোর্ডে ফল বিপর্যয়

■ মাসুক আলতাফ চৌধুরী, কুমিল্লা

এবার এসএসসি পরীক্ষায় কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে পাঁচ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম শিক্ষার্থী পাস করেছে। দেশের আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে এবার পাসের হারে সবার নিচে কুমিল্লা। একই সঙ্গে কমেছে জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা। কমেছে শতভাগ পাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও। এ বোর্ডে গণিত ও ইংরেজিতে অনেক পরীক্ষার্থী ফেল করায় এই ফল বিপর্যয় ঘটেছে বলে মনে করছেনবোর্ড-সংশ্লিষ্টরা। গণিতে প্রায় ৩৫ হাজার ও ইংরেজিতে ২৫ হাজার ৬০৬ পরীক্ষার্থী ফেল করেছে। পাশাপাশি উত্তরপত্র মূল্যায়নে কড়াকড়ি এবং বোর্ডের কঠোর তদারকিতে পরীক্ষা গ্রহণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়াও পাসের হারে প্রভাব ফেলেছে।

কুমিল্লা বোর্ডে এবার পাসের হার শতকরা ৫৯ দশমিক শূন্য ৩ ভাগ। গত বছরের চেয়ে পাসের হার কমেছে ২৪ দশমিক ৯৭ ভাগ। গতবার পাসের হার ছিল ৮৪ ভাগ। ২০১৫ সালে ৮৪ দশমিক ২২ ভাগ, ২০১৪ সালে ৮৯ দশমিক ৯২ ও ২০১৩ ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

যে কারণে কুমিল্লা বোর্ডে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

সালে ছিল ৯০ দশমিক ৪১ ভাগ। এ বোর্ডে এবার জিপিএ ৫ পেয়েছে চার হাজার ৪৫০ জন। এর মধ্যে ছেলে দুই হাজার ২৯৭ জন ও মেয়ে দুই হাজার ১৫৩ জন। গতবার এ বোর্ডে জিপিএ ৫ পেয়েছিল ছয় হাজার ৯৫৪ জন। এবার জিপিএ ৫ কমেছে দুই হাজার ৫০৪টি। এবার কুমিল্লা বোর্ডে মানবিক বিভাগে সবচেয়ে বেশি ফল বিপর্যয় ঘটেছে। এ বিভাগে পাসের হার ৪১ দশমিক ১৪ ভাগ। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগেও পাসের হার মাত্র ৫৬ দশমিক ৫৬ ভাগ। তবে বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার সর্বোচ্চ ৮৪ দশমিক ১৬ ভাগ।

এবার বিজ্ঞানে ছেলেরা এবং ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক বিভাগে পাসের হারে মেয়েরা এগিয়ে। এ বোর্ডের মাত্র ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা শতভাগ পাস করেছে। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন ছয় জেলা– কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও ফেনীর এক হাজার ৬৯৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এক লাখ ৮২ হাজার ৯৭৯ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। কৃতকার্য হয়েছে এক লাখ আট হাজার ১১ জন। এর মধ্যে ছেলে ৪৯ হাজার ৪৫৬ ও মেয়ে ৫৮ হাজার ৫৫৫ জন। ছেলেদের পাসের হার ৫৯ দশমিক ৫১ ও মেয়েদের ৫৮ দশমিক ৬৩ ভাগ। ফল বিপর্যয়ের কারণ প্রসঙ্গে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক কায়সার আহমেদ জানান, শুধু গণিতে প্রায় ৩৫ হাজার ও ইংরেজিতে ২৫ হাজার ৬০৬ পরীক্ষার্থী ফেল করেছে। হতাশাজনক ফলের এটিই প্রধান কারণ বলে মনে করেন তিনি।

এদিকে অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের অভিযোগ, নিরীক্ষকদের এবার নমুনা উত্তরমালা দিয়ে দেওয়ায় ও তা কঠোরভাবে অনুসরণ করায় এ ফল বিপর্যয় ঘটেছে। অধ্যাপক কায়সার এ বিষয়ে জানান, প্রধান পরীক্ষকরা উত্তম, মধ্যম ও নিম্নমানের উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে ওই নমুনা উত্তরপত্র তৈরি করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনামতেই কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড এটি করেছে। এটি কোনো কারণ নয় বলে তিনি মনে করেন।

শিক্ষকদের দাবি, ওই নমুনা উত্তরপত্র ও সৃজনশীল পদ্ধতি না বোঝার কারণেই ফল বিপর্যয় ঘটেছে। তবে শিক্ষা বোর্ডের দাবি, এতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও সৃজনশীল পদ্ধতি সহজতর হয়েছে। শিক্ষকদের অভিযোগ, নমুনা উত্তরপত্রে একই প্রশ্নের একাধিক উত্তর মূল্যায়িত হয়নি। এবার ওই উত্তরমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে পরীক্ষকরা বাধ্য হয়েছেন।

অধ্যাপক কায়সার আরও বলেন, উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এবার মন্ত্রণালয় থেকে কঠোরতা অনুসরণ করার নির্দেশ ছিল। প্রধান পরীক্ষক ১২ ভাগ খাতা পুনর্মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক করেছেন। এ ক্ষেত্রে বোর্ডের জোর মনিটরিং ছিল। তিনি জানান, এর আগে উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের সময় আন্ডার ও ওভার মার্কিংয়ের বিষয়গুলো উঠে আসায় এবার অধিক কঠোরতা অনুসরণ করা হয়েছে। তা ছাড়া পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্রে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় কঠোরভাবে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। তার মতে, বোর্ডের তদারকি কঠোর হওয়ায় পরীক্ষা গ্রহণ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়। ফল বিপর্যয়ের তিন কারণ এভাবেই প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে তিনি জানান। তবে কোন কোন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অধিক হারে গণিত ও ইংরেজিতে ফেল করেছে, তার তালিকা করে প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের ডেকে এনে ভবিষ্যতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে অধ্যাপক কায়সার জানান।

এবার বোর্ডে যে ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শতভাগ পাস করেছে, তার মধ্যে কুমিল্লার সাতটি স্কুল রয়েছে। অন্য সাতটি শতভাগ পাস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একটি, নোয়াখালীতে দুটি, ফেনীতে দুটি ও লক্ষ্মীপুরে একটি স্কুল রয়েছে। চাঁদপুরে কোনো স্কুলে শতভাগ পাস করেনি। কুমিল্লার ঐতিহ্যবাহী তিনটি স্কুল– কুমিল্লা জিলা স্কুল, নবাব ফয়জুন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কুমিল্লা মডার্ন স্কুল শতভাগ পাসের তালিকায় এবার স্থান করে নিতে পারেনি। এ বোর্ডে দুটি স্কুলের সব শিক্ষার্থী ফেল করেছে। প্রতিষ্ঠান দুটি হলো– কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার কাজী জাফর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও পায়ের খোলা উচ্চ বিদ্যালয়।

ফয়জুন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রোকসানা ফেরদৌস মজুমদারও মনে করেন, গণিত ও ইংরেজিতে অমনোযোগিতার কারণেই এবার ফল বিপর্যয় ঘটেছে। তিনি এ জন্য আকাশ-সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান আগ্রাসনকেও দায়ী করেন। আওয়ার লেডি অব ফাতিমা গার্লস হাই স্কুলের পরীক্ষার্থী হৃদিকা জানায়, গণিতে সৃজনশীলে সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। শিক্ষার্থীরা এখনও সৃজনশীল প্রশ্নপত্র ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারেনি। কুমিল্লা জিলা স্কুলের শিক্ষার্থী মুগ্ধ জানায়, ইংরেজি প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীরা বুঝে উঠতে পারেনি। অভিভাবক ফারহানা ইসলামের মতে, সৃজনশীল পদ্ধতি শিক্ষার্থীরা এখনও বুঝে উঠতে পারছে ন'। এমনকি অনেক শিক্ষকও বুঝে উঠছেন না।

কুমিল্লা বোর্ডে ফল বিপর্যয়ের পর বেশ কয়েকজন প্রধান শিক্ষক সব বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। তাদের মতে, এতে পরীক্ষার ফলে মেধার বৈষম্য থাকবে না।